ভেড়ামারায় ১০ বছরের মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, সুপার গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় জামিলাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসার ১০ বছর বয়সী এক আবাসিক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ওই মাদ্রাসার সুপার ও প্রতিষ্ঠাতা সাইদুর রহমানের বিরুদ্ধে।

বর্তমানে ভুক্তভোগী শিশুটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ভুক্তভোগী শিশুটির পরিবার জানা গেছে, পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের বাসিন্দা ওই শিশুটি প্রায় ৮ মাস আগে ভেড়ামারার চৈতন্য মোড়ে অবস্থিত জামিলাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। মাদ্রাসাটির দ্বিতীয় তলায় আবাসিক ছাত্রী হোস্টেল এবং নিচতলায় সপরিবারে থাকতেন অভিযুক্ত সুপার সাইদুর রহমান। পুরো মাদ্রাসায় তিনিই একমাত্র পুরুষ শিক্ষক ছিলেন।

গত রোববার মাদ্রাসার ছুটির দিনে শিশুটির মা তাকে নিতে আসলে বিষয়টি জানাজানি হয়। শুরুতে সুপারের স্ত্রী শিশুটির অসুস্থতার (জ্বর) কথা বলে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে দ্রুত তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন।

ভুক্তভোগী শিশুটির মা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, “ভর্তির সময় এখানে ৪০-৪৫ জন ছাত্রী ছিল, এখন মাত্র ৭ জন আছে। ওরা আমার মেয়ের জীবন শেষ করে দিয়েছে। আমি এই নরপশুর কঠিন বিচার চাই।”

শিশুটির বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “কোরআন শেখার জন্য মেয়েকে মাদ্রাসায় দিয়েছিলাম। এমন সর্বনাশ যেন আর কারো না হয়। এরা পশুর চেয়েও জঘন্য।”

এদিকে অভিযুক্ত সাইদুর রহমান ও তার স্ত্রী বিষয়টি অস্বীকার করলেও স্থানীয়দের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কোনো দায় না থাকলে শিশুটি এমন

আশঙ্কাজনকভাবে অসুস্থ হলো কীভাবে?

এ বিষয়ে ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ জাহেদুর রহমান জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই অভিযুক্ত সাইদুর রহমানকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সুপারকে ওএসডি করে বদলি

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (সুপার) ডা. শাহরিয়া শায়লা জাহানকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওএসডি করে বদলি করা হয়েছে।

চলতি দায়িত্ব দিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন সাতক্ষিরার কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. বুলবুল কবির। আজ রবিবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব সানজিদা শারমিন সাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা গেছে।

একই সঙ্গে আগামী ২০ নভেম্বরের মধ্যে উভয়কেই পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মাদ্রাসার সুপার নিহত

দামুড়হুদা উপজেলার কুনিয়াচাঁদপুর মাদ্রাসার সুপার মাওঃ সামসুল আলম (৬০) সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন।

বুধবার (৮ এপ্রিল) দুপুর একটার দিকে উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামের মাঠে অবস্থিত রেড-২ ইট ভাটার সন্নিকটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মাওঃ সামসুল আলম দামুড়হুদা উপজেলার পিরপুরকুল্লার গ্রামের মৃত. নিছার উদ্দিন মন্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী পথচারীরা জানান, নিজ কর্মস্থল কুনিয়াচাঁদপুর মাদ্রাসা থেকে মোটরসাইকেল যোগে মাওঃ সামসুল আলম বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে বুধবার দুপুর একটার দিকে তিনি মোক্তারপুর রেড-২ ইট ভাটার কাছে পৌছালে পিছন দিক থেকে একটি ট্রাক্টর তাকে ওভারটেক করতে গিয়ে ধাক্কা দিলে ট্রাক্টরের চাকার নিচে পড়ে পৃস্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান।

দামুড়হুদা মডেল থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ূন কবির ঘটনায় সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না করায় পরিবারের কাছে মরদেহ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মাণ বন্ধ, নষ্ট কোটি টাকার মালামাল

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের আন্তঃকোন্দল ও প্রতিহিংসার রাজনীতির রোষানলে পড়ে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মান কাজ বন্ধ হয়ে আছে। চার বছর আগে আদালতের আদেশে নির্মান করা বন্ধ হলেও ঝিনাইদহ পৌর কৃর্তপক্ষ আইনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

এদিকে ঝিনাইদহ পৌরসভার সুপার মার্কেটের নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার সম্পদ। সেই সাথে চলছে দখল বাণিজ্য। মার্কেটের সামনে রাতারিাতি দখল করে বিশেষ মহল গড়ে তুলেছে ২০টি দোকান। মার্কেটের কয়েক কোটি টাকার রডে জং ধরে মরিচা পড়ে গেছে।

ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৩০ মার্চ জাইকার অর্থায়নে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মান কাজ শুরু হয়। নির্মান কাজ চলা অবস্থায় ২০২০ সালের ৬ সেপ্টম্বর বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির মামলার (রিট পিটিশন নং ১২৪৪০/১৯) এর কারণে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার মার্কেটের নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়। বাদী পক্ষের দাবী মার্কেটের জায়গায় একটি পার্ক ছিল।

সেখানে বাচ্চারা খেলতো। বহুতল মার্কেট তৈরী হলে পরিবেশের ক্ষতি হবে। আদালত ৬ মাসের মধ্যে সিএস ৭৮৪ দাগে অবস্থিত রাস্তা ও মসজিদ ব্যাতিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য নির্দেশ দেয়। মামলার বিরুদ্ধে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসটি-এমইপি (জেভি) উচ্চ আদালতে আপীল করলে বিজ্ঞ আদালত স্থিতিতাবস্থা জারী করে। গত চার বছর ধরে একই অবস্থায় মামলাটি পড়ে আছে। মামলার কারণে ঠিকাদারের দেড় কোটি টাকার সম্পদ পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে সেসময় ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। মেয়র মিন্টুর সঙ্গে স্থানীয় এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, পৌর আ’লীগ নেতা বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস ও সাবেক যুবলীগ সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম ফোটনের বিরোধ থাকায় তারাই মুলত মার্কেট নির্মানের বিরুদ্ধে মামলার ইন্ধন যুগিয়েছে। কারণ হিসেবে পৌর নাগরিকরা মনে করেন, আ’লীগ নেতা ফোটনের “মকবুল প্লাজা” নামে একটি বহুতল ভবন নির্মানাধীন ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের সামনেই অবস্থিত। তার মার্কেটের সামনে এমন একটি অত্যাধুনিক সুপার মার্কেট নির্মিত হলে আ’লীগ নেতা ফোটনের ব্যবসা লাঠে উঠতে পারে এমন আশংকা থেকে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতিকে দিয়ে এই রিট পিটিশন করা হয় বলে শহরজুড়ে কথিত আছে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল উদ্দীন মঙ্গলবার বিকালে জানান, পৌরসুপার মার্কেটটি নির্মিত হলে শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেতো। সেই সঙ্গে বাড়তো পৌরসভার আভ্যান্তরীন আয়। তিনি জানান সুপার মার্কেটটি ছিল অত্যাধুনিক। আশপাশের কোন জেলায় এমন শপিংমল নেই। মার্কেটের ডিজাইনে ছিল ১১৯টি পার্কিং লট, চলন্ত সিঁড়ি, লিফট ও হাই পাওয়ারের জেনারেটর। ঝিনাইদহ সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাবেক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আহমেদ হোসেন জানান, উচ্চ আদালতে চলা মামলা নিম্পত্তি করে দ্রুত মার্কেটটির নির্মান কাজ শুরু করা

হোক। সুপার মার্কেটটি নির্মিত হলে শহরের আভিজাত্যতা ফুটে উঠতো বলে তিনি মনে করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডেপুটি রেজিষ্টার আনোয়ার হোসেন জানান, রাজনৈতিক বিরোধের কারণে এমন একটি সৃষ্টি ধ্বংস করা ঠিক হয়নি। তিনি সুপার মার্কেটটির কাজ সম্পন্ন করার দাবী জানান।

ঝিনাইদহের তরুণ উদ্যোক্তা ফিরোজ আনোয়ার মাসুম জানান, আদালতের আদেশ মানতে হলে শুধু পৌর সুপার মার্কেটই নয়, আশপাশের বহু সরকারী স্থাপনা ভাঙ্গতে হবে। তারচে বরং পৌর কর্তৃপক্ষের উচিৎ হবে অন্য স্থানে একটি শিশু পার্ক তৈরী করে বিজ্ঞ আদালতের কাছ থেকে নতুন নির্দেশনা চাওয়া।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসটি-এমইপি (জেভি)’র পক্ষে এস এম বিল্লাহ রিন্টু জানান, সুপার মার্কেটটির নির্মান কাজ বন্ধ থাকায় তিনি প্রায় চার কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। দেড় কোটি টাকার নির্মান সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। এছাড়া কর্তনকৃত জামানতের টাকা ফেরৎ পাননি। সব মিলিয়ি তিনি পৌরসভার কাছে সাড়ে চার কোটি টাকা পাবেন। একাধিকবার তিনি চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ তাকে এখনো বিল পরিশাধ করেননি। তিনি বিলের টাকা পেতে আদালতের দারস্থ হবেন বলেও জানান।

ঝিনাইদহে নবাগত পুলিশ সুপারকে বরণ ও দ্বায়িত্ব ভার হস্তান্তর

ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, বিপিএম, পিপিএম (বার), কে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বরণ করে নেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন অফিসার বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া বিদায়ী পুলিশ সুপার জনাব মুনতাসিরুল ইসলাম, পিপিএম

(অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত) এর বদলী জনিত কারনে মঙ্গলবার ঝিনাইদহের নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, বিপিএম, পিপিএম (বার) এর নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন।

চুয়াডাঙ্গা’র নবাগত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের যোগদান

চুয়াডাঙ্গা জেলায় নবাগত পুলিশ সুপার আবদুল্লা আল মামুন যোগদান করেছেন। সোমবার বিকাল ৪টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যলয়ে তাকে ফুল দিয়ে বরন করে নেন সহকর্মীরা।

তিনি ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। তিনি বাংলাদেশ পুলিশে ২৫-তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

নবাগত পুলিশ সুপার তার চাকুরিকালে নোয়াখালী জেলা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, কুমিল্লা জেলা এবং সর্বশেষে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কাঙ্খিত জনবান্ধন চুয়াডাঙ্গা গড়তে নবাগত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন জেলার সকল রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনসহ সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ইতোমধ্যেই জেলা পুলিশ, চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল সকল সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদ্য যোগদানকৃত পুলিশ সুপার মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ আল-মামুন বিদায়ী পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা এর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি সিআইডি, ঢাকায় পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি হয়েছেন।

শুভেচ্ছাক্ষণে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মুন্না বিশ্বাস। সকল থানার অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১, আরআই, টিআই সহ জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্সগণ।

বিদায় নিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম

শ্রদ্ধা, প্রশংসা ও সহকর্মীর অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় বিদায় নিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম (বিপিএম-সেবা)।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পুলিশ সুপার হিসেবে চুয়াডাঙ্গায় দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলায় যোগদান করেই তাঁর কর্মগুনে আলো ছড়িয়ে তিনি জয় করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর মন। তাইতো বিদায় বেলায় ভাসলেন শ্রদ্ধা, প্রশংসা, আবেগ ও ভালোবাসায়, সিক্ত হলেন সহকর্মীদের ফুলেল শুভেচ্ছায়।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বপালনকালে জেলাবাসীর জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে তিনি কাজ করেছেন একাগ্রচিত্তে।

পুলিশি সেবা সাধারণ মানুষের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে নিয়েছিলেন বিট পুলিশিংসহ নানামুখী উদ্যোগ। তার সময়ে অনলাইনে নাগরিক সেবা,সিটিজেন ইনফরমেশন রিপোর্ট (ঈওগঝ) এ সর্বমোট ৩,৬৬,৭৭৩ জন বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়ার পুর্ণাঙ্গ তথ্য হালনাগাদকরণ,পজ মেশিনের মাধ্যমে ই-ট্রাফিক ব্যবস্থা, অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান, অনলাইন জিডির প্রচলন, গঠিত উইমেন সাপোর্ট সেল ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল। যার সুফল পাচ্ছে চুয়াডাঙ্গাবাসী।

চুয়াডাঙ্গা জেলাকে মাদক ও চোরাচালান মুক্ত করার লক্ষে বিভিন্ন ধরণের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে বহুসংখ্যক মাদক

ব্যবসায়ী মাদক ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

পুলিশ সুপার দ্বায়িত্ব পালনকালে অত্র জেলায় মোট মামলা ৩৭৫৪ টি অত্র মামলায় গ্রেফতার ৪০০৩ জন এছাড়াও মামলা নিস্পত্তি ৩৯৫৬ টি,মোট ওয়ারেন্ট প্রাপ্তি ৯৪৩৫ টি, মোট ওয়ারেন্ট নিস্পত্তি ১০৪৫৮ টি,এছাড়াও ১২০৮ টি মাদক ও চোরাচালান মামলায় গ্রেফতার হয় মোট-১৬৪৮ জন আসামী।

তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় ট্যাপেন্টা ট্যাবলেট ৫,৪৭৪ পিস, দেশী মদ ১৬ বোতল ১৪০ লিটার ৫০০ গ্রাম, ভারতীয় মদ ০৯ বোতল, ১১ লিটার, চোলাইমদ ০৯ বোতল, এ্যালকোহল-২৩ বোতল, ০১ লিটার, বেঙ্গল টাইগার মদ-২৪ বোতল, তাড়ী-১২০ লিটার, গাঁজার গাছ-৭৫টি, ফেন্সিডিল-২৪,৬৯৬ বোতল, তরল ফেন্সিডিল-০৫ লিটার, ইনজেকশন-৯১৫ পিচ, হেরোইন-৩২পুরিয়া, ইয়াবা ট্যাবলেট-৭,৬৫৭ পিচ, গাঁজা-৪২২কেজি ৫৫৯ গ্রাম, যাহার সর্বমোট মূল্য অনুমান-৩,৪৫,১৩০,৩৯০টাকা।

অবৈধ্য অস্ত্রগুলি উদ্ধার অভিযানে ২০টি মামলায় গ্রেফতার হয় মোট ২৬জন আসামী। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় ওয়ান শুটারগান-০৬টি, নাইন এমএম বিদেশী পিস্তল-০৩টি, ককটেল-০২টি, হাতবোমা-০৩টি, লোহার ছুরি-০১টি, রামদা-০৩টি, চাপাতি-০৫টি, খেলনা পিস্তল-০১টি, . ২২ বোর রাইফেল-০১টি, কাঠের হাতল তৈরী ছুরি-০৭টি, তলোয়ার-০১টি, হাসুয়া-০১টি, লোহার দা-০১টি ও পরিত্যাক্ত থ্রি নট থ্রি রাইফেল-০১টি, ম্যাগজিন-০২টি, ওয়ান শুটারগানের গুলি-০৬রাউন্ড, পিস্তলের কার্তুজ-৪৭রাউন্ড, থ্রি নট থ্রি রাইফেলের কার্তুজ-৬৬রাউন্ড,.২২ বোর রাইফেলের কার্তুজ-১৩৪রাউন্ড।

এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পুলিশ পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রেখেছেন।বিশ্বব্যাপি মহামারী করোনাকালীন সময়ে ৮,২০৫জন অসহায়,দুস্থ্য,কর্মহীন মানুষের বাড়ি বাড়ি খাদ্য ও ঔষধ সামগ্রী পৌছানো,শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতারণ।

এতিম,পথশিশু,অনাথ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের ঈদ সালামী ও নতুন জামা উপহার,প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান,খাদ্য সামগ্রী উপহার,কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই পৌছে যাবে পুরস্কার (উন্নতমানের বেবি সেট, ফুল ও মিষ্টি) পেয়েছে ৮০৯টি পরিবার,৩৮৪টি ভাঙ্গা সংসার জোড়া,মোবাইল উদ্ধার,বিকাশ/নগদ এর টাকা উদ্ধার পূর্বক প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তর,সাইবার বুলিং এর শিকার নারী ও শিশুকে

সহায়তা প্রদান,এচঅ-৫ প্রাপ্ত ঔঝঈ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান, মহামারী করোনাকালে বিঘ্নিত স্কুল পুলিশিং কার্যক্রম,খাদ্য যাবে বাড়ি, মাদক ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মহাসমাবেশ, ইভটিজিং, কিশোরগ্যাং, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ইতোমধ্যে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর নিকট পেয়েছে মানবিক পুলিশ সুপারের স্বীকৃতি। তিনি চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার হিসাবে বার বার চুয়াডাঙ্গা শ্রেষ্ঠ জেলা এবং শ্রেষ্ঠ পুলিশ সুপার এর পদক রেঞ্জ ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, খুলনা রেঞ্জ এর নিকট থেকে গ্রহণ করেন।

তিনি পুলিশ সপ্তাহ ২০২১ সালে গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামূলক আচারণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সর্বোচ্চ পদক বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম-সেবা) পদকে ভূষিত হন।

বদলিজনিত বিদায়ে সহকর্মীদের ভালোবাসায় সিক্ত হন বিদায়ী অতিথি। জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের বক্তব্যে কর্মময় জীবনে বিদায়ী অতিথি একজন সৎ, মেধাবী, প্রতিশ্রুতিশীল আগুয়ান, চৌকস, পরিশ্রমী, দক্ষ, গুণী ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন পেশাদার পুলিশ সুপার হিসেবে আলোচিত হন। সহকর্মীরা বিদায়ী অতিথির পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।